R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৬৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জমি চাষ কি সমস্যা?

একই জমি থেকে একাধিকবার ফসল তুলতে খরা ও বর্ষায় স্বনির্ভর চাষের জন্য ট্রাকটর দিয়ে চাষ করুন। এতে পয়সা ও সময় দুয়েরই সাশ্রয় হবে।

ট্রাকটর, পাম্পসেট ভাড়া ও বিভিন্ন সারের জন্য যোগাযোগ করুন। আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।

অজয় এগ্রো সার্ভিস সেন্টার
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

৬২শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

দোসরা অকটোবরের পর ভূমিহীন পরিবার থাকবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি, রঘুনাথগঞ্জ, ২১ সেপটেমবর—'আগামী ২ অকটোবর গান্ধীজীর জন্মদিনের পর পশ্চিমবঙ্গে আর একটিও ভূমিহীন পরিবার থাকবে না। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালে ভূমিহীন পরিবার কেউ নেই এ কথা আমরা বলতে পারবো।' আজ ম্যাকেনজি ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় দুপুর বারটা পঁয়ত্রিশে হেলিকপটার থেকে নেমে পাট্টা বিতরণী সভায় উপস্থিত হয়ে প্রায় ছ'হাজার জনতার সামনে এ কথা বলেন। হেলিকপটার অবতরণ ক্ষেত্রে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার, ভূমি ও ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী গুরুপদ খান, রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশচন্দ্র সিংহ, সংসদ সদস্য হাজী লুৎফল হক, জঙ্গিপুর ও সাগরদীঘি বিধানসভার সদস্য হাবিবুর রহমান ও নৃসিংহ মণ্ডল প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী এ দিন ১৭৭ পরিবারকে কৃষিজমি এবং ২২৭ পরিবারকে বাস্তুজমির রায়তি স্বত্ব ও পাট্টা প্রদান করেন। ভূমিহীনদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আজ যে জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে আপনাদের দেওয়া হ'ল, তাতে আপনাদের নিগূঢ় স্বত্ব স্থাপিত হবে। যারা ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার কিছুই মানতে চায় না, দেশের লোক তাদের মুণ্ডু নেবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ডাকাতি করিনি, গুণ্ডামি করিনি, যাঁদের উদ্বৃত্ত জমি সরকারে বর্তেছে তাঁদের রীতিমত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার বলেন, ভূমিহীনে ভূ-দান প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশ দফা কর্মসূচীর এক অঙ্গ। প্রান্তিক ও ছোট চাষীর দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মসূচী স্থির হয়েছে। ২০০ টাকা দিয়ে যারা ৮০০ টাকা লিখিয়ে নিয়ে জমি নিয়েছে, তাদের বিক্রয়-কবলা বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে। কৃষকদের সরকারী ঋণের শতকরা আশি ভাগ টাকা মকুব করা হবে এবং বাকী কুড়ি ভাগ সাত বছরের মধ্যে শোধ করলেও চলবে।

ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী গুরুপদ খান বলেন, আজ যারা বাস্তুহীন, জমির জন্য তাদের এগিয়ে আসতে হচ্ছে না, আমাদের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতার নায়ক সহদেব দাস

২১ সেপটেম্বর, ১৯৭৫। তখন রাত চারটা বেজে তিরিশ মিনিট। সত্যদার (সত্যনারায়ণ ভকত—জঙ্গিপুর সংবাদ) ডাকে ঘুম থেকে জেগে উঠে হাজির হোলাম সাঁতার রেস উদ্বোধনী মঞ্চের (রঘুনাথগঞ্জ-সদরঘাট) আঙ্গিনায়। ভোরের আকাশে তখনো দুই-একটি তারা মিটমিট করলেও পূব আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। ঘোষকের কণ্ঠের উদাত্ত আওয়াজ চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ফেলছে টুকরো টুকরো করে। চারিদিকে ঘুমের আবেশ জড়ানো অসংখ্য মানুষের ভীড়। সকলের চোখ ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন নতুন কিসের এক অর্থবহ ইশারা। হঠাৎ মাইকের কণ্ঠস্বর বদলালো—সেই সঙ্গে পরিবেশ। ঐতিহাসিক সাঁতারের উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা। ......ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে তিরিশ। আমরা উপনীত হোলাম ঐতিহাসিক সেই শুভলগ্নে যার দিকে চেয়ে আছে হাজার হাজার উদ্‌গ্রীব ক্রীড়ানুরাগী। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি জন প্রতিযোগীর ঝাঁপের ফলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো ফরাক্কা থেকে ধার করা ভাগীরথীর এক ঝলক শুভ্র জল কণা। আমাদের সচকিত করে তৎপর হয়ে উঠলো টিভি ও ফিল্মের ঢাউস ক্যামেরাগুলো। দুই তীরের বিশাল জন-সমুদ্রে সঞ্চারিত হয়ে উঠলো এক গুঞ্জন। শুরু হোলো ৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ, বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা। আমার হৃদয় যন্ত্রে অনুভূত হোলো এক বিস্ময়কর স্পন্দন। যা সত্যি সত্যিই ভাষা দিয়ে বোঝান অসম্ভব। যা বোঝাতে অজয়দার (অজয় বসু,—অল ইণ্ডিয়া রেডিও) সেই মুহূর্তের কথাটাই বলতে হয়—'এই মুহূর্ত শুধু নাটকীয়ই নয়—অবিস্মরণীয়।' রঘুনাথগঞ্জের ম্যাকেনজিতে বেলা সাড়ে এগারটায় মুখ্যমন্ত্রীর নিউজ কভার করার জন্য সত্যদার যাওয়া হোলো না। লঞ্চে তুলে দিয়ে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা ও রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশ সিংহের সঙ্গে নৌকোয় করে ফিরে গেলেন ডাঙ্গার দিকে। সাঁতারুদের সাঁতার শুরুর তিরিশ মিনিট পরে টিভি ও

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিঁড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

ইংরাজী-ভাবনা

১০ শ্রেণীর নূতন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ইংরাজী একটি দ্বিতীয় ভাষা। একটি পত্রে ইহার পরীক্ষা হইতেছে। আগের দিনে প্রবেশিকা পাঠ্যক্রমে ইংরাজীর তিনটি পত্রে আড়াই শত নম্বরের পরীক্ষা হইত। বিদায়ী উচ্চতর মাধ্যমিক (১১ শ্রেণীর) পরীক্ষায় ইহা দুই শত নম্বরের ছিল। অর্বাচীন পাঠধারায় (১০ শ্রেণীর) ইংরাজীর মান কিছুটা কমিয়াছে। ১১-১২ শ্রেণীর নূতন উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজী আবশ্যিক অথবা বৈকল্পিক হইবে কিনা তাহা লইয়া নানা তর্ক উঠিয়াছিল। ইংরাজী মাতৃভাষা নয় এমন পড়ুয়াদের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজী অথবা অপর কোনও বিকল্প ভাষা পড়িবার সুযোগ দেওয়া হউক বলিয়া একপক্ষ মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে অন্যমত এই যে, ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আবশ্যিক হউক। মতবাদের বিভিন্নতা নানা দৃষ্টি কোণ হইতে বিচার করিয়া যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষা দপ্তর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজীকে অবশ্য পাঠ্য করিবার কথা যাহা ভাবিতেছেন, তাহাতে বাদানুবাদের অবকাশ থাকা নানা দিক দিয়া অসঙ্গত।

ইংরাজীর প্রতি এক শ্রেণীর লোকের অতি আধুনিক উন্নাসিকতা দেখা যায়। তাহা দেশ ও দেশীয় জিনিসের প্রতি জলন্ত অনুরাগের পরিচায়ক নহে। ১১-১২ শ্রেণীর পাঠধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে উচ্চতর মাধ্যমিক সংস্থা নিশ্চয়ই এই কথা মনে রাখিবেন। রাষ্ট্রীয়স্তরে নথিপত্রাদিতে আমরা ইংরাজীকে এখনও রাখিতে বাধ্য হইয়াছি যদিচ হিন্দী বেশ আগাইয়া আসিয়াছে। আদালতের রায় যাবতীয় সরকারী কাজকর্ম ও প্রতিবেদনে আমরা এখনও ইংরাজী-মুখী। রাজ্যে রাজ্যে ভাব বিনিময়ের সার্বজনীন বাহন এখনও ইংরাজী; কেন না, হিন্দী সর্বস্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। এ-দেশীয় উচ্চতম শিক্ষার্থীরা ইংরাজীর মাধ্যম ছাড়া উচ্চতম শিক্ষা গ্রহণের বৈকল্পিক ব্যবস্থা এখনও খুঁজিয়া পান না, আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরাজী একমাত্র সম্বল যাহা পৃথিবীর সর্বত্র চলিতে পারে। হাজার হাজার ভারতীয় যাঁহারা নানা কর্মব্যপদেশে বিদেশে যাইবেন, তাঁহারা হাজার হাজার দোভাষী জুটাইতে পারিবেন না।

সুতরাং এই মুহূর্তে পাঠধারায় ইংরাজীকে সম্পূর্ণ রুগ্ণ করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতে ইংরাজী ভাষার অপরিহার্যতা এখনও রহিয়াছে ভারতীয় ভাষাসমূহের শ্রী ও সমৃদ্ধির স্বার্থে এবং দেশের আরও নানা প্রয়োজনে। নিছক সংকীর্ণ ও উন্নাসিক মনোভাব দেশের উন্নয়নে ক্ষতির কারণ হইবে। যুক্তিহীন আবেগপ্রবণতা নয়, যুক্তিনিষ্ঠ বিচারবোধ দিয়া নব প্রবর্তিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আবশ্যিক করিলে উচ্চতর মাধ্যমিক সংস্থা দেশের একটি মহদুপকার করিবেন।

মহঃ সোহরাব সম্বর্ধিত

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ সেপ্টেম্বর—বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহঃ সোহরাব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হিসাবে গণ্য হয়ে রাজ্য পুরস্কার লাভ করায় পরশু ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অশিক্ষক কর্মীরা এক অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পুরস্কারের ৫০০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা তিনি বিদ্যালয় তহবিলে ও বাকী টাকা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে দান করেন। পঃ বঃ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আজ বহরমপুর গ্রাণ্ট হলে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ ঃ

শ্রমের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হোক

বর্ত্তমানে দেশব্যাপী দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির যে সংকট চলছে সেই সংকটের আবর্তে বেশী ঘুরপাক খাচ্ছে মেয়েরা বা গৃহিনীরা। কারণ সংসার মেয়েদের হাতে। সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটান, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, সামাজিকতা দায়দায়িত্ব অসুখ বিসুখ সব কিছুর মোকাবিলা সংসারের গৃহিনীদেরই করতে হয়। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে সংসারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যে কি অসম্ভব হয়ে উঠেছে ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানেন। গোটা কয়েক গোনা টাকাকে হাতিয়ার কোরে, বর্তমান দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির সংগে সংগ্রাম কোরতে কোরতে আজ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্য বত্ত সমাজের মেয়েরা বিপর্য্যস্ত ক্লান্ত। তাদের আশা আকাঙ্খার কবেই সমাধি হয়েছে, এখন শুধু দৈনন্দিনের স্থূল প্রয়োজন মেটানর তাগিদটাই একমাত্র তাগিদ। তবু আমরা যে অঞ্চলে বাস করছি (জঙ্গিপুর মহকুমা) এখানে কয়েকটি বিড়ি কোম্পানী থাকার জন্য এই বিড়ি শিল্পকে কেন্দ্র কোরে হাজার হাজার পরিবার অন্যান্য জায়গার তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভালই আছে বলতে হবে। অন্যান্য জায়গায় কাজ চাইলেই পাওয়া যায় না, খেটে খাব এই মনোভাব নিয়েও অনেক পরিবার কাজের অভাবে মৃত্যুমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের অঞ্চলে বিড়ি বাঁধাটা থাকার দরুণ খাটতে চাইলে মোটামুটি কাজ পাওয়া যায়। যে সব পরিবারের প্রায় সবাই বিড়ি বাঁধতে পারেন তাঁদের মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে ও স্বস্তিতে চলে যায়। দৈনন্দিন জীবনের স্বচ্ছলতা ও স্বস্তি মানেই দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি।

আমি দহড়পাড় মহিলা সমিতি ও অন্য দু একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার সূত্রে উঁচুতলা থেকে একদম নীচুতলার মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছি। দেখেছি বর্ত্তমানের এই জীবনযুদ্ধে নিজেদের কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টা মাঝারী ও অল্প আয়ের সংসারের মেয়েরা করছে। যারা আগে কোনদিন বিড়ি বাঁধত না, প্রাণ ধারণের তাগিদে তারাও আজ বিড়ি বেঁধে যা হোক রোজগার করছে। তাঁদেরও প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা অনেকেই অভিযোগ জানালেন যে, "বিড়ি বাঁধা জাতে উঠছে না কেন? কেন এই বৈষম্য? অবসর সময়ে বিড়ি বেঁধে যদি আমরা দু পয়সা রোজগার করে অচল সংসারটাকে একটু সচল করবার চেষ্টা করি তাতে লোকে আমাদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবে কেন?" তাদেরই অনুরোধে আজ আমার এই লেখার অবতারণা। তাদের দাবী কিন্তু ন্যায্য শ্রমকে কেন যোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া হবে না? তাদের হয়ে আমি ওকালতি করছি এটা কেউ মনে কোরবেন না, তবে আমাদের সমাজের মধ্যে যে সব মেয়ে বউরা অনন্যোপায় হয়ে স্বামী পুত্রকে সাহায্য করার জন্য বিড়ি বাঁধে তাদের যে কিছুটা অবহেলিত হতে হয় এটা খুব সত্য কথা। অনেকেই ঠোঁট উল্টিয়ে বলেন, "ওমা জানেন না ওরা তো বিড়ি বেঁধে খায়।" আমি এমন দু একটি পরিবারের কথা জানি যারা দিনের পর দিন না খেয়ে কাটাচ্ছে। তাদের আমি বললাম, এইভাবে দিন কাটানর চেয়ে বিড়ি বাঁধা শেখেন না কেন? তার উত্তরে তারা বলল লোকে কি বলবে! তাহলেই বুঝুন এই কুটির শিল্পটিকে এখনও যোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি। একেই বলে গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না। মোমবাতি তৈরী, ধূপবাতি তৈরী, প্লাসটিক জিনিসপত্র তৈরীর কারখানায় কাজ করা যদি নীচু কাজ না হয় তবে কেন বিড়ি বাঁধা নীচু কাজ হবে বা বিড়ি বাঁধাকে কেন্দ্র কোরে যারা নানা কাজে জড়িত হয়ে আছেন, অন্যান্য বৃত্তির চেয়ে কেন তাঁদের বৃত্তি কম সম্মান পাবে? সিগারেট কোম্পানীগুলিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা তো বেশ মাথা উঁচু কোরেই থাকেন, সেই সব সিগারেট কোম্পানীগুলির থেকে, শুধু সিগারেট কোম্পানী কেন, বড় বড় মার্চেণ্ট অফিসগুলির থেকে এই অঞ্চলের বিড়ি কোম্পানীগুলি আভিজাত্যে ও অর্থ গৌরবে কোন অংশে কম? বরং স্থানীয় বিড়ি কোম্পানীগুলি এই দুর্দ্দিনে হাজার হাজার

পরিবারকে কাজ দিতে পেরেছেন বলে সত্যিই তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র। পশ্চিম-বঙ্গের কত বড় বড় কারখানাই তো লক্ আউটের কবলে পড়ে কতদিন ধরে বন্ধ হয়ে রইল, তাদের কর্মীরা তো দিনের পর দিন নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি দুরন্ত সংগ্রামই না করলেন তবু পারলেন না জয়ী হোতে, অনেকেই তলিয়ে গেছেন সমাজের অনেক নীচু তলায়।

শহর ও শহরতলীতে আজকাল নানারকম ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন পুতুল, চামড়ার ব্যাগ, নানারকম গুঁড়া মশলা, বড়ি, আচার, জ্যাম-জেলী, চানাচুর তৈরীর কারখানা প্রভৃতি। কিন্তু এই দারুণ অভাব অনটনের জন্য প্রায় সব মেয়েই চাইছে কিছু কিছু রোজগার কোরতে। যে সব মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে তারা তো একটু চেষ্টা কোরলেই কাজ পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু সব থেকে মুশকিল অল্প শিক্ষিত মেয়েদের। কাজেই তারা ঐ সব প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। পদের তুলনায় প্রার্থী অনেক বেশী। ঐ সব প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কর্মী মেয়েদের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি, বাড়ীতে বসে এখানকার মেয়েরা এক হাজার বিড়ি বাঁধলে যা পান তার থেকে অনেক কম মজুরি পান ঐ সব মেয়েরা। আর তাঁদের রীতিমত ঘড়ি ঘণ্টা ধরে কারখানায় গিয়ে কাজ করতে হয়। বাড়ীতে বসে হাতের কাজ করে দিনে ৩/৪ টাকা রোজগার করার কথা বলায় তাঁরা তো খুবই আশ্চর্য্য হলেন। যাঁরা এমব্রয়েডারীর কাজ বা গান শেখানো টাকা জীবিকা হিসেবে নিয়েছেন তাঁদের তো আরো কষ্ট। এমব্রয়েডারী কাজ করা সুন্দর জামাগুলো যখন শো-কেসে ঝকমক করে বা কাশ্মীরী কাজ করা শালগুলো যখন তার ফুল লতাপাতা কাটা নক্সা-গুলো নিয়ে ঝলমলিয়ে ওঠে তখন তাদের সৌন্দর্য্য দেখে আমরা মোহিত হই কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখি যে সামান্য মজুরির বিনিময়ে দিনের পর দিন ছুঁচের কাজ করে করে কত মেয়ের চোখের আলো অকালে নিভে গেছে? কত মেয়ের হাতের আঙুলের রক্ত ঝরিয়ে তবে এই পোষাকগুলো মনোশোভা হয়ে উঠেছে? যাঁরা সংসারে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছেন অথচ বিড়ি বাঁধার কাজে এগিয়ে আসতে পারছেন না তাঁদের আমি এই সব মেয়েদের কথা একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। আমাদের অঞ্চলে যখন পয়সা রোজগারের এমন একটি সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে তখন ভাবনা কি?

সেদিক দিয়ে স্থানীয় মুসলিম সমাজের মেয়েরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁরা কখনও শ্রমের অমর্য্যাদা করেন না। প্রায় প্রত্যেকেই তাঁরা বিড়ি বাঁধার কাজে ব্যাপৃত আছেন। একটি পুরুষের রোজগারের উপর গোটা সংসারটাকে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে লজ্জাবোধ করেন। তাই অক্ষমতা ও লোক ভয়কে প্রশ্রয় না দিয়ে তাঁদের যেটুকু শক্তি তাই নিয়েই তাঁরা পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়ান—ফলে তাঁদের সমাজের মধ্যে খুব একটা দারিদ্র্য চোখে পড়ে না। বরং স্বচ্ছলতাই চোখে পড়ে।

তাই বলছি মিথ্যে লোকলজ্জা কাটিয়ে আমাদের সমাজের অভাবী মেয়েরা এই শিল্পটিকে গ্রহণ কোরতে এগিয়ে আসুন না, আর যাঁদের উপস্থিত প্রয়োজন নেই তাঁরাও কিছু কিছু শিখে রাখতে পারেন অন্যান্য হাতের কাজ শেখার মত, কিংবা খানিকটা কৌতূহল নিয়ে। সব কিছুই শিখে রাখা ভাল, বলা তো যায় না কখন কোনটা কাজে লেগে যায়। এ বছর আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ চলছে। তাই কোমর বেঁধে সকলে মিলে এবার থেকেই কর্মযজ্ঞে নেমে গেলে মন্দ কি!

—নন্দিতা গুপ্ত

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থদান

বহরমপুর, ২২ সেপ্টেম্বর—গত কাল রাত সাড়ে সাতটায় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সাঁতার অনুষ্ঠান সেরে টুরিষ্ট লজে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। এই বৈঠকে জেলার বিভিন্ন সংস্থা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২০৯১৮ টাকা দান করেন। তার মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার মৃণালিনী বিড়ি ৫০০১ টাকা, বান্ধব বিড়ি ১০০১ টাকা, জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি ওয়ারকারস্ ইউনিয়নের অরঙ্গাবাদ শাখা ১০০১ টাকা এবং ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের ৫০০১ টাকার দান উল্লেখযোগ্য।

ঘুম-পাড়ানি চা খাইয়ে সর্বস্ব ছিনতাই

সাগরদীঘি, ২০ সেপ্টেম্বর—দূর পাল্লার রেলকম ঝমাঝমে চড়ে যাঁরা অযাচিত সহযাত্রীকে বিশ্বাস করবেন, নির্ঘাৎ তাঁরা সর্বস্ব খুইয়ে রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরতে বাধ্য হবেন। মাত্র কিছুদিন আগে রঘুনাথগঞ্জ শহরের এক কাপড় ব্যবসায়ী ওদের পাল্লায় পড়ে পেল্লায় ক্ষতি স্বীকার করেছিলেন, আর এবার এই সংবাদের বিষয়বস্তু পড়ে বুঝতে পারবেন রেলগাড়ীতে কিভাবে ছিনতাই শুরু হয়েছে।

এই থানার জিনদীঘি গ্রামের জনৈক মুক্তার হোসেন সম্প্রতি কলকাতা থেকে রামপুরহাট প্যাসেঞ্জারে রামপুরহাট ষ্টেশনে এসে ডাউন অণ্ডাল আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে উঠে বসার আগে অযাচিত এক সহযাত্রীর দেওয়া চা খেয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। সহযাত্রীটি নিঃসন্দেহে ছিনতাইকারী, তাই মুক্তার হোসেন অচেতন হওয়ার পর সন্দেহাতীতভাবে সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে মাঝপথে কোন ষ্টেশনে নেমে গিয়ে তার পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে কোন কসুর করে না। এদিকে অচেতন তিনি গন্তব্যস্থল সাগরদীঘি ষ্টেশন পেরিয়ে চলে যান আজিমগঞ্জ জংশন। সেখান থেকে পর দিন সকালে ট্রেণটি যখন অণ্ডালের উদ্দেশে রওনা দিয়ে সাগরদীঘি ষ্টেশনে থামলো, তখনও দেখা গেল তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। পরিচিত জনকয় লোক ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে তাঁকে ওই অবস্থায় ট্রেণের কামরা থেকে নামিয়ে স্থানান্তর করেন সাগরদীঘি প্রামমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে। এখানে সেবা-যত্ন-চিকিৎসায় তিনি জ্ঞান ফিরে পান এবং সুস্থ হয়ে আগের রাত্রের দুর্লভ অভিজ্ঞতার স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে রিক্ত হস্তে ফিরে যান স্বগৃহে। সেই স্মৃতির কয়েক টুকরো জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতি-নিধির কলমে ধরা পড়ে পরিবেশিত হ'ল পাঠকদের পাতে।

বিড়ির সেরা

অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি

মুর্শিদাবাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

পুলিশের লাঠি জনতার জুতো

বহরমপুর, ২১ সেপ্টেম্বর—আজ এখানে গোরাবাজার ঘাটে সাঁতার প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বাঁশের বেড়া টপকে কিছু ক্রীড়ামোদী পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রবেশের চেষ্টা করলে, গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। পুলিশ বিক্ষিপ্ত জনতার উপর বেপরোয়া লাঠি চালাতে শুরু করলে জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়তে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় উত্তেজিত পুলিশ ও জনতার মধ্যে এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন।

সকল প্রকার ঔষধের জন্য

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন নং : আর, জি, জি ১৯

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

খেতে ভাল ফোন—২৩

★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি

★রেখা বিড়ি

ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্

ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

ট্রানজিট গোডাউন

ডালকোলা (ফোন—৩৫)

কর্মখালি

মালডোবা পঙ্কজকুমার হাই স্কুলের (পোঃ রাজানগর, মুর্শিদাবাদ) জন্য একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী (Sweeper) আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্পাদক বরাবর ২৯।৯।৭৫ মধ্যে আবেদন করুন।

সাঁতার প্রতিযোগিতার নায়ক সহদেব দাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফিল্ম ডিভিসনের সঙ্গে এম এল ব লা কা তে কোরে শুরু হোলো আমাদের যাত্রা।

বেলা দশটায় উপস্থিত হোলাম লালবাগের ঐতিহাসিক ও য়া সি ক মঞ্জিল ঘাটে। যেখান থেকে শুরু হবে আন্তর্জাতিক না রী ব র্ষে র উপহার বিশেষ প্রমীলা সাঁতার প্রতিযোগিতা। দুপুর দুটোয় প্রধান অতিথি সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়ের সঙ্গে উপস্থিত হোলেন স্বা স্থ্য ম ন্ত্রী অজিত পাঁজা, কৃষিমন্ত্রী আব্দুস সাত্তার, রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশচন্দ্র সিংহ ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রী গুরুপদ খান। এগারজন প্রমীলা সাঁতারুর প্রতীক হিসেবে এগারটি সাদা পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। দুটো তিরিশ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী আরতি গুপ্তর সূচনায় শুরু হোলো এগার কিমির আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের বিশেষ প্রমীলা সাঁতার। এরপর আমরা স্বাস্থ্যবিভাগের গাড়ীতে করে পৌছোলাম সাঁতারের শেষ বিন্দু বহরমপুর কলেজ ঘাটে। কিছুক্ষণ পরেই (২-৪৫ মিনিটে) এক বিস্ময়কর দৃশ্য : দুজন প্রতিযোগী (৭৪ কিমি) এগোচ্ছে প্রায় স মা ন্ত রা ল ভা বে। একবার এগোয় চৌদ্দ নং প্রতিযোগী, একবার উনিশ নং। অনেকটা যেন টাগ অব ওয়ার। অবশেষে মীমাংসা হোল, নায়কোচিত বীরত্বে, কৌশলে জয়ী হোল চৌদ্দ নং প্রতিযে গী। হুগলী মহসীন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, চুঁচুড়া সুইমিং ক্লাবের সদস্য বাংলার গৌরব সহদেব দাস। ৯ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ৭ সেকেণ্ডে ৭৪ কিমি পথ অতিক্রম করে সৃষ্টি কোরলো নতুন রেকর্ড। এরপর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হোলো রামনগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঞ্জীবন মণ্ডল (সময় ৯ ঘণ্টা ৩১ মিনিট ৪ সেকেণ্ড) ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খগেন দত্ত (সময় ৯ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড)। এর প র এগিয়ে এলেন মহিলারা। ১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট ৪৭'৪ সেকেণ্ডে ১১ কিমি পথ অতিক্রম করে প্র থ ম হোলেন ত্রিপুরা অ্যামেচার সুইমিং এ্যাসো-সিয়েশনের ১৬নং প্র তি যো গি নী রতনমণি রায় চৌধুরী। ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড সময় নিয়ে ২য় হোলেন কলকাতার রেখা ঠাকুর, ১ ঘঃ ৩৩ মিনিট ২০ সেকেণ্ড সময় নিয়ে তৃতীয় হোলেন বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির রীনা ব্যানার্জী, ১ ঘঃ ৩৫ মিঃ সময় নিয়ে চতুর্থ হোলেন মুর্শিদাবাদ সুইমিং ক্লাবের মিনতি ভট্টাচার্য।

৫-৩০ মিনিটে শুরু হোলো পু স্কার বিতরণী তথা সমাপ্তি অ নু ষ্ঠা ন। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্যা মায়া রায় অনুপস্থিত থাকায় পুরস্কার বিতরণ শুরু কোরলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। অনুষ্ঠানের শেষে তাঁর অ নু রো ধে একখানি হিন্দী গান গেয়ে শোনালেন বিজ য়ি নী রতনমণি রায় চৌধুরী। সুললিত না হলেও সে গানে ছিল প্রাণের স্পন্দন, ছিল হৃদয় স্পর্শকারী হৃদয়ানুভূতির এক অ পূ র্ব আবেদন। য়্যাদ রহে না য়ে প্যারকা জমানা···। আমরা অ নু ষ্ঠা ন ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

—সিরাজুল ইসলাম

ভূমিহীন পরিবার থাকবে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমারাই তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের অ র্থ নী তি কৃষি-নির্ভর—কৃষি আবার ভূমি-নির্ভর—তাই আইন করে সেই ভূমি নিয়ে বৈষম্য আমরা দূর করেছি। এটা কোন দলীয় রাজ-নীতি নয়, দরিদ্রদের মধ্যে জমি বিতরণ করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ১৬০ কোটি টাকার সম্পত্তি, যা এতদিন কেবলমাত্র বড়লোকদের কবলে ছিল, ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত তা আমরা দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করে স্বস্তি পে য়ে ছি। এম, এল, এ হাবিবুর রহমান জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত এক দাবি-সনদ মু খ্য ম ন্ত্রী সমীপে পেশ করেন।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় আজ এখানে জানান যে, জঙ্গিপুর ম হ কু মা হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে ১৬৮ করা হবে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে হাসপাতালটিকে সমস্যা-মুক্ত করা হবে।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া

বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্

ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন : ২৬

ভুল সংশোধন

গত ৩ ও ১০ সেপ্টেম্বর তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে গোঠা এ, আর জুনিয়র স্কুলের শিক্ষক আবশ্যক বিজ্ঞাপনের দরখাস্ত পৌছানোর শেষ ও সাক্ষাৎকারের তারিখ হবে যথাক্রমে ২৭।৯।৭৫ ও ২৯.৯.৭৫। ভুলবশতঃ ৮।৯।৭৫ ও ৯।৯।৭৫ হয়েছে।

—সঃ জঃ সঃ

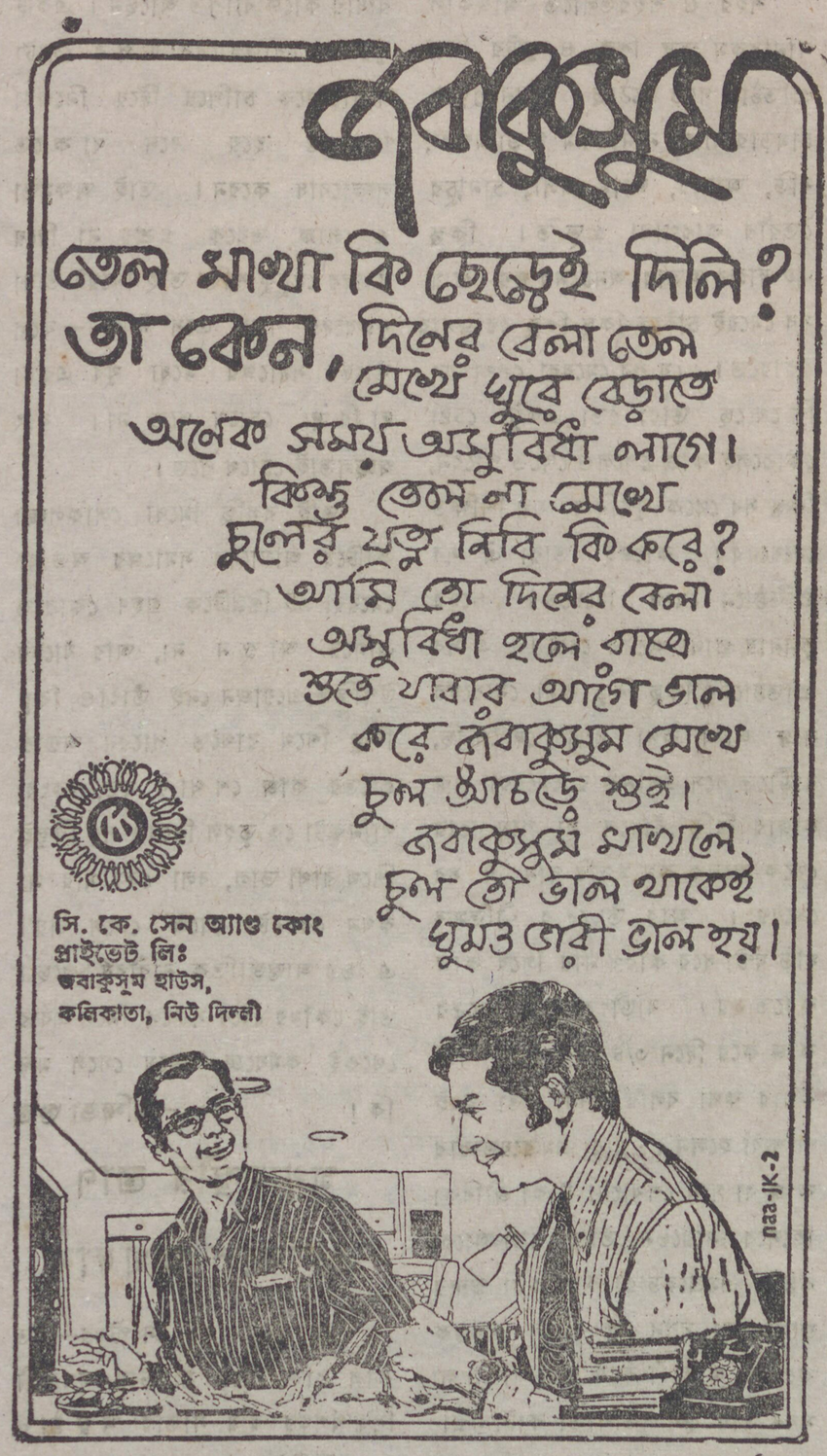

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

—ধূ ম পা নে প রি তৃ প্ত হো ন—

★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)